দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 12 FEB 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# শিক্ষাঙ্গন

## শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক ও অভিভাবকের দায়িত্ব

সু-শিক্ষায় একজন ছাত্রের যেমন সতর্ক দৃষ্টিভংগী থাকা আবশ্যক, ঠিক তেমনই একজন শিক্ষকের এবং একজন অভিভাবকেরও সতর্ক দৃষ্টিভংগী থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ, সুশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেয়ার দায়িত্ব ছাত্র এবং শিক্ষকের পাশাপাশি অভিভাবকেরও রয়েছে। কারণ, একজন ছাত্র যতোক্ষণ শিক্ষালয়ে থাকে ততোক্ষণ সে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকে। সেই সময়গুলোতে শিক্ষকেরা ছাত্রদের জ্ঞানদানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহায়তা করে থাকেন। এরপর বাড়ীতে ছাত্রদের লেখাপড়ার প্রতি কতোটা আগ্রহ বা কোন প্রকার সমস্যা থাকলেও তার সমাধানের ব্যাপারে অভিভাবকের সচেতনতা আবশ্যক। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, অভিভাবকের উদাসীনতার ফলে অনেক ছাত্র লেখাপড়ায় ফাঁকি দিতে উৎসাহবোধ করে। এতে করে ক্ষতিটা তার নিজেরই হয়, যদিও প্রথমাবস্থায় সে তা বুঝতে পারে না। কিন্তু বুঝতে পারে পরীক্ষার ফলাফলে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, অভিভাবকের যত্নশীল সচেতন দৃষ্টির ফলে অনেক ছাত্র জ্ঞানার্জনে সত্যিকার সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়। সুতরাং এই দুইয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের অন্যতম কারণই হলো ছাত্রের প্রতি অভিভাবকের দৃষ্টিভংগীর তারতম্য। ছাত্রদের পড়াশুনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে তার মানসিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য অভিভাবকের সদা-সচেতন দৃষ্টিভংগী থাকা প্রয়োজন। লেখাপড়ায় সাফল্যের ব্যাপারে অভিভাবকের উৎসাহ প্রদান একজন ছাত্রের পক্ষে অনেক আশাপ্রদ। শিক্ষাংগণে বহু ছাত্রের মধ্য থেকে কখনো কখনো প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ করাটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে বাড়ীতে নিজ দায়িত্বে তা করে নেয়ার দরকার হয়। কিন্তু ছাত্ররা যদি সময় মতো সেটা না করে আর অভিভাবকরাও যদি সেদিকে দৃষ্টি না দেন তবে ছাত্রের পড়ালেখার প্রতি অনাগ্রহ বেড়ে যায়। অভিভাবকের সচেতন দৃষ্টি ছাত্রের পড়ালেখার প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধিতে যথেষ্ট কার্যকর। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়—সু-শিক্ষার জন্য শুধু ছাত্র কিংবা শুধু শিক্ষকের দৃষ্টিভংগীই যথেষ্ট নয়, অভিভাবকের সতর্ক দৃষ্টিভংগীও আবশ্যক।

ফাহীম নাজ (সুবর্ণা)